ঈসা ইবনে মারইয়াম

[আলাইহিস সালাম]

বই	**ঈসা ইবনে মারইয়াম আ.**
লেখক	ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি
ভাষান্তর	মুফতি মাহমূদুল হাসান, জমির মাসরূর
নিরীক্ষণ	মাহদি হাসান
সম্পাদনা	কুতুব হিলালী
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন বানান পর্ষদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

ঈসা ইবনে মারইয়াম

[আলাইহিস সালাম]

ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ঈসা ইবনে মারইয়াম

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ পাবলিকেশন
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫১৩৮০, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন
ওয়েলরিচ বিডি.কম-এ
www.wellreachbd.com
ইসলামি টাওয়ার, আন্ডারগ্রাউন্ড, দোকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৭-৮৫ ১৩ ৮০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ৯১
অথবা **rokomari.com & wafilife.com -এ**

বইমেলা পরিবেশক
বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ৭৮০ US $ 30, UK £ 20

ISA IBNE MARYAM A.

Writer : Dr Ali Muhammad Sallabi

Published by
Muhammad Publication
Islami Tower, Underground, Shop # 18
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01317-851380, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95707-9-0

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

প্রকাশের অন্তর্লোকে

ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামের জন্মগ্রহণ মহান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক আশ্চর্য মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনা। পৃথিবীতে এমন বিরল-বিস্ময় ঘটনা এই একটিই। আদিমানব আদম আলাইহিস সালামকে পিতামাতাহীনভাবে এবং আদিমানবী হাওয়া আলাইহাস সালামকে মাতৃত্বহীন প্রণালিতে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। সকল ধর্মানুসারী লোকজন আদম ও হাওয়ার এমনতর সৃষ্টির বিষয়টিকে নির্দ্বিধায় ও প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন পিতৃত্বহীন প্রক্রিয়ায়, শুধুমাত্র মাতৃগর্ভের মাধ্যমে এবং ঘটনাটিকে পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য 'নিদর্শন' বানিয়েছেন। তার এমন জন্মপ্রক্রিয়াটি মানুষের জ্ঞানকাণ্ডের সম্পূর্ণ বাইরের একটি বিষয়। তাই নানাবিধ বিতর্কের জন্ম দেয় তা। কিন্তু বিশ্বজগতের মহান প্রতিপালক ও স্রষ্টা বা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় সবকিছুই যে সম্ভব, কার্যকারণময় যুক্তিশীল এই মনুষ্যসমাজ তা মানতে নারাজ।

তারপর ঈসা আলাইহিস সালামের অভাবিতপূর্ব শৈশব-কৈশোর, তার প্রতিপালন, তার নবুওয়ত, তার বিস্ময়-জাগানিয়া তথা মুজিজাপূর্ণ সমাজসেবা, তৎকালীন শাসকশ্রেণি ও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, হাওয়ারিদের মাধ্যমে সৃষ্ট কঠিন ঈমানি পরীক্ষা ও একপর্যায়ে মহান আল্লাহর হুকুমে তার ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ ও অবস্থান, তার পরবর্তীকালে তার কাছে প্রেরিত আসমানি কিতাব ইঞ্জিলের বিকৃতি, তার পক্ষ থেকে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের ভবিষ্যৎবাণী, তার এই পৃথিবীতে পুনপ্রত্যাবর্তন ও নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন উম্মত হিসেবে তার জীবনযাপন, কিয়ামত তথা মহাপ্রলয়ের আগাম ইশারা এবং ইসলাম-ধর্মের সত্যতা প্রভৃতি বিষয়

নিয়ে ইহুদি-খ্রিষ্টান ও মুসলিমদের মধ্যকার হাজার বছরের দ্বন্দ্ব-বিরোধ ও বিবাদ-বিসংবাদের পরাকাষ্ঠায় কোনটি সত্য, কোনটি মিথ্যা, কোনটি অন্যায়, কোনটি গ্রাহ্য, কোনটি বিশ্বস্ত, কোনটি পরিত্যাজ্য? তার যাথার্থ্য নির্ণয়ন ও আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য বাংলা ভাষায় একটি আকরগ্রন্থ তথা প্রকৃষ্ট বই এই 'ঈসা ইবনে মারইয়াম'।

প্রিয় পাঠক, ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসের এই বিশাল কালজয়ী গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন মুফতি মাহমূদুল হাসান। মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত 'মহাবীর সুলতান সালাহুদ্দিন আইয়ুবি' বইয়ের অনুবাদের মাধ্যমে যিনি পূর্বেই আপনাদের সাথে পরিচিত হয়ে আছেন। বইয়ের পরিশিষ্টে এসে যুক্ত হয়েছেন জমির মাসরূর। আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করে তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

অনুবাদ নিরীক্ষণের কাজটি করেছেন দক্ষ ও প্রতিভাবান লেখক ও অনুবাদক মাহদি হাসান। ইতিহাসের নানা শাখা-প্রশাখায় তিনি কাজ করে অনেক আগেই আপনাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

ভাষাসম্পাদনা করেছেন আমাদের সময়ের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্য-সমঝদার মানুষ জনাব কুতুব হিলালী; নিঃসন্দেহে এটি তার অসাধারণ কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় বহন করবে। আল্লাহ তাকেও উত্তম বিনিময় দান করুন।

বানান সমন্বয়ের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মুহাম্মদ পাবলিকেশন প্রুফ রিডিং টিমের। তাদের মেহনতকেও আল্লাহ তাআলা কবুল করুন।

প্রিয় পাঠক, আমরা বইটির মাধ্যমে ইতিহাসের পাঠককে সময়ের সবচেয়ে সেরা কিছু উপহার দিতে চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের কাজ হিসেবে মনুষ্য সীমাবদ্ধতায় নানা বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, এটি মেনে নিয়েই আপনাদের সামনে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা উপস্থাপন করছি। আল্লাহ আমাদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করুন। সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আল্লাহ মহা পবিত্র, খুঁতহীন ও সর্বৈব ত্রুটিমুক্ত। সকল প্রশংসা আল্লাহর।

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লিম।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

এক.

‘আল-মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম’ গ্রন্থটি এ সময়ের খ্যাতিমান আরব লেখক ড. আলি মুহাম্মদ সাল্লাবির একটি অনবদ্য গবেষণাসংকলন। যেখানে ঈসা আলাইহিস সালামের জীবনচরিত ও তাঁর ব্যাপারে সঠিক ইসলামি আকিদার প্রামাণ্য ও বিস্তৃত আলোচনার পাশাপাশি তাঁর আনীত একত্ববাদী আসমানি ধর্মের বিপরীতে ত্রিত্ববাদের প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ ও বাস্তবতা, বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা এবং অসারতা ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি কুরআন-হাদিস, ইতিহাস ও প্রচলিত বাইবেলের বর্ণনার আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাষায়, যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃদ্ধিক পর্যালোচনায় তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের প্রতিটি আলোচনা ও পর্যালোচনায় সম্মানিত লেখকের গবেষণা ও মূল হতে অনুধাবনের অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা এবং জ্ঞানগত গভীরতা ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তৃত ও সুস্পষ্ট ধারণার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বইটি অনন্য ও অসাধারণ একটি সংকলন, যা সত্যসন্ধানী পাঠক কিংবা বিদগ্ধ লেখক, ইতিহাসপ্রিয় গবেষক কিংবা বলিষ্ঠ দাঈ ও প্রচারক—সকলের জন্য ‘মৌলিক উৎস’-এর ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

দুই.

ভাষার অলংকারত্ব, বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং লেখকের সৃজনশীল উপস্থাপনাশৈলীর অভিনবত্ব সত্ত্বেও অনুবাদকর্মকে সহজবোদ্ধ করার লক্ষ্যে মূল বইয়ের অনেক স্থানেই শাব্দিক অনুবাদের পরিবর্তে বিশ্লেষণধর্মী অনুবাদ করা হয়েছে এবং কিছু কিছু স্থানে অনুবাদকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ‘বন্ধনী’ ও ‘টিকা’ সংযোজন করা হয়েছে। তদুপরি ভাষাগত দৈন্যদশা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানগত অপ্রতুলতার দরুন মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই আশা

করি, অনুবাদকর্মে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের নিমিত্তে হিতাকাঙ্ক্ষী পাঠক আমাদেরকে তা অবহিত করবেন। সর্বোপরি, দ্বীনি রচনার যতটুকু খেদমত করার তাওফিক হলো, তার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ! মূল ও অনুবাদ উভয় গ্রন্থকে মহান আল্লাহ কবুল করেন। আমিন।

তিন.

গ্রন্থটির অনুবাদে অনেকে অনেকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম আমার প্রিয় একজন শাগরেদ। নিজ থেকে অনুবাদকর্মে তার আগ্রহ প্রকাশ, যথাসময়ে বইয়ের কিছু অংশের অনুবাদ সুসম্পন্নপূর্বক আমার নিকট হোয়াটসঅ্যাপে ফাইল জমা দেওয়া এবং সম্পাদনাকালীন একাধিকবার বইটির প্রকাশকাল সম্পর্কে তার জানতে চাওয়া ও অনুবাদকর্মে নিজের নাম প্রকাশ না করার আবেদনের মতো বিষয়গুলো মূলত দ্বীনি কাজে তাঁর আন্তরিকতা এবং স্বীয় উস্তাদের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে বলে বিশ্বাস করি। তাই বই প্রকাশের এই শুভক্ষণে আন্তরিকভাবে তার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে ইহ ও পরকালে কামিয়াব করেন।

পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা আদায় করছি, মুহাম্মাদ পাবলিকেশন-এর স্বত্বাধিকারী আবদুল্লাহ ভাইয়ের প্রতি। যিনি বইটির অনুবাদকর্মে আমাকে সম্পৃক্ত করার পর আমার ব্যক্তিগত ব্যস্ততার কারণে দীর্ঘ সময় ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছেন এবং বইটির অনুবাদ জমা দেওয়ার পর করোনার বৈশ্বিক সংকট ও অন্যান্য প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার সম্পাদনাপূর্বক দ্রুতই বইটি প্রকাশ করতে যাচ্ছেন।

চার.

সবশেষে মহান আল্লাহর কাছে নিবেদন, তিনি যেন লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক, পাঠক ও সকল হিতাকাঙ্ক্ষীর জন্য বইটিকে আখিরাতে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমাদের ভুলত্রুটি মার্জনা করেন। দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদাপদ থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন। সকলের প্রতি হিতাকাঙ্ক্ষা পোষণ করার তাওফিক দান করেন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—মাহমূদুল হাসান
১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ ইং

অভিব্যক্তি

আমার প্রিয় ভাই, বিশিষ্ট গবেষক, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ আলিম ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত নতুন গ্রন্থ 'আল মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিস সালাম: প্রকৃত সত্য কিংবা বাস্তবতা।' এই গ্রন্থের অনুকূলে নিচের এই কথা কটি লেখা হয়েছে—

তার এই আলোচ্য বিষয়টি ধর্মীয় ইতিহাসে সবচেয়ে জটিল ও বিরোধপূর্ণ একটি অধ্যায়, এমনকি খোদ খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের নিকটও বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও মতভেদপূর্ণ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও অনুগ্রহে, গোটা মানবজাতির জন্য রহমত ও শিফা বা প্রতিষেধক এবং সকল বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনাকারীরূপে নাজিলকৃত গ্রন্থের (কুরআনুল কারিমের) আলোকে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পেরেছেন। আর এ কিতাব আল্লাহ তাআলা নাজিলই করেছেন পূর্বেকার জাতিগোষ্ঠীর মাঝে সৃষ্ট বিরোধপূর্ণ বিষয়গুলোকে সুস্পষ্টরূপে বয়ান ও তা থেকে সমাধানের পথ বাতলে দেওয়ার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ.

এই কিতাব আমি এজন্য নাজিল করেছি যেন তা তাদের মতভেদপূর্ণ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতে পারে। এবং কাফেররা যেন জানতে পারে যে, তারা হচ্ছে চরম মিথ্যাবাদী।' [সুরা আন-নাহল, আয়াত : ৩৯]

আল্লাহ তাআলা এই কিতাবের মধ্য দিয়ে পূর্বেকার ও সমকালীন ব্যক্তিদের সামনে ঐ সমস্ত বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে তারা মতভেদ করেছে।

যে লেখকের জীবন কুরআনঘনিষ্ঠ এবং যিনি বস্তুনিষ্ঠ তাফসিরের জন্য দুটি গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ (মাস্টার্স ও ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য) তৈরি করেছেন, তার জন্য এ ধরনের অত্যন্ত দুরূহ ও কঠিন বিষয়ের আলোচনা ও গবেষণা তথা দুঃসাহসিক অভিযানে অগ্রসর হওয়াটা খুব অবাক করার মতো বিষয় না। তাছাড়া ইতিহাস ও সিরাত বিষয়ক তার অসংখ্য উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে এবং এই গ্রন্থরচনা ও এই বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নে ওসব তাকে ব্যাপকভাবে প্রণোদনা জুগিয়েছে।

ইলম তথা জ্ঞানের মর্যাদা ও মূল্যমান যদি তার বিষয়বস্তুর আলোকে করা হয়, তাহলে এই গ্রন্থটি বিশাল দুটি গৌরবের অধিকারী

এক. এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি হজরত ঈসা মাসিহের সম্মান ও মর্যাদা; যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নবি-রাসুলদের অন্যতম। এবং তিনি ছিলেন উলুল আজম বা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসুলদের একজন এবং বর্তমান বিশ্বে আসমানি গ্রন্থের অনুসারীদের মাঝে যার অনুসারীর [১] সংখ্যা ৩১ শতাংশ; যা জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি অনুসারীর ধারক ও বাহক।

দুই. দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে, এই গ্রন্থের সকল তথ্যের সূত্র ও উৎস হচ্ছে কুরআনুল কারিম, যা ঈসা আলাইহিস সালাম সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে নজিরবিহীনভাবে গুরুত্বারোপ করেছে। এমনকি কুরআনের তৃতীয় সুরার নামকরণ করা হয়েছে আল ইমরান বা ইমরান পরিবারের নামে। কুরআনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুরার নামকরণ করা হয়েছে তার সম্মানিত মাতা হজরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের নামে। ঈসা আলাইহিস সালাম সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত আরেকটি মর্যাদাপূর্ণ সুরার নামকরণ করা হয়েছে সুরা মায়েদা বা দস্তরখান নামে, যা ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীরা তার কাছে আবেদন করেছিলেন। পাশাপাশি বনি ইসরাইল ও ঈসা আলাইহিস সালামের পরিবার সম্পর্কে আরো বিভিন্ন সুরা ও আয়াত নাজিল করা হয়েছে।

এই গ্রন্থের সম্মানিত লেখক তার এই বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিক থিসিসের অবতারণা করেছেন হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমি ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক শেকড়ের আলোচনা ও বর্ণনার মাধ্যমে। এজন্য

---

[১] বর্তমান বিশ্বে যে সকল খ্রিষ্টান নিজেদেরকে 'কিতাবুল মোকাদ্দাস' (বাইবেল) কিংবা যিশু খ্রিষ্টের অনুসারী দাবি করে থাকে, তারা প্রকৃত অর্থে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী নয়। কেননা তাওরাত ও ইঞ্জিল বিকৃত হওয়ায় বর্তমান খ্রিষ্টানরা যিশুর (হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের) প্রকৃত ধর্মাদর্শের উপর নেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে বিষয়টি সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।—অনুবাদক।

তিনি প্রথম অধ্যায় নির্ধারণ করেছেন ফিলিস্তিনের ইতিহাস ও তৎসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক, সামাজিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা নিয়ে। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন কুরআনুল কারিমে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত বর্ণনা বিষয়ে। তো এ বিষয়ে হজরত ঈসা মাসিহের একটি সুবিন্যস্ত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবনচিত্র তুলে ধরার জন্য কুরআনের আলোচনাকে চমৎকাররূপে বিন্যাস ও ব্যাখ্যা প্রদানে এবং সুন্দর তারতিব ও বয়ানকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার জন্য তিনি যারপরনাই চেষ্টা করেছেন। ঈসা আলাইহিস সালামের বরকতময় ধারা, তার গভীর ও সুস্পষ্ট তত্ত্ব এবং কুরআন থেকে মৌলিকভাবে উদ্‌ঘাটিত বিষয়গুলোকে ব্যাপক ও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

আমি একথা নিশ্চিতরূপে বলতে পারি যে, এমন কোনো আয়াত নেই, যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিংবা তাকে ঘিরে নাজিল হয়েছে অথবা তার সঙ্গে কিংবা তার কাছের বা দূরের পরিবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে অবতীর্ণ হয়েছে, আর সম্মানিত লেখক সেই আয়াতের আলোচনা কিংবা বিশদ কোনো ব্যাখ্যা দান করেননি। এ জাতীয় প্রতিটি আয়াতেই তিনি বিভিন্ন মত ও সম্ভাব্য রায় (যদি থেকে থাকে) উল্লেখ করেছেন এবং তাতে তিনি তুলনামূলক এবং প্রাধান্যমূলক আলোচনা করতেও পিছপা হননি। এমনিভাবে তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি আলোচনা করেছেন হজরত ঈসা মাসিহের মুজিজা বা অলৌকিক ঘটনাবলি নিয়ে।

এই গ্রন্থের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, লেখক ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের সঙ্গে সম্পর্কিত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর পূর্ণ আলোচনা করেছেন। সেজন্য তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খ্রিষ্টানদের মাঝে ঘটিত বিষয়াবলি আলোচনা করার জন্য এই কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়কে স্বতন্ত্র রেখেছেন। এমনিভাবে আনাজিলে আরবাআ বা ইঞ্জিলের চারটি সংস্করণ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ এবং গবেষণাধর্মী আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আর এক্ষেত্রে তিনি সহায়তা নিয়েছেন শত শত সূত্রগ্রন্থ ও তথ্যপঞ্জির, যা এই কিতাবে প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত হয়েছে।

গ্রন্থই যখন একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতার রূপায়ন

নিশ্চয় এই গ্রন্থের প্রতিটি পাঠকই এই নিরেট সত্যের বাস্তবতায় পৌঁছুতে পারবেন যে, এই গ্রন্থ পরিমাপের মানদণ্ডের আলোকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবচিত্র তুলে

ধরবে। কেননা লেখক প্রথমত কুরআনুল কারিমের ওপর নির্ভর করে তার বিবৃতি উপস্থাপন করেছেন। আর কুরআনুল কারিম হচ্ছে সেই মহাগ্রন্থ, যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই কখনো বাতিল হানা দিতে পারে না। আর তা মহাপ্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ।

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

যার অগ্র-পশ্চাৎ কোনো দিক থেকেই বাতিল হানা দিতে পারে না। আর তা মহাপ্রজ্ঞাময় প্রশংসিত সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ। [সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৪২]

দ্বিতীয়ত, তিনি নির্ভরশীল হয়েছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসের ওপর, যার কথক নিজ থেকে কোনো কথা বলেন না। আল্লাহ তাআলা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছেন—

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.

আর তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি থেকে কোনো কথা বলেন না। তিনি কেবল তার ওপর অবতীর্ণ ওহির আলোকেই কথা বলেন। [সুরা নাজম, আয়াত : ২,৩]

অতএব, কুরআনুল কারিম ও তাঁর ব্যাখ্যাকার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসসমূহ ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে, যার মাধ্যমে তাকে নিয়ে সৃষ্ট মতভেদসমূহ দূর হয়ে যায়। আর এই সত্যনির্ভর তথ্যের ওপর ভরসা করে গবেষক ও লেখক তার এই গ্রন্থের সার-নির্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে গিয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেছেন যে, 'পৃথিবীর বুকে এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা হজরত ঈসা মাসিহ আলাইহিস সালাম এবং তার পরিবারকে কুরআনুল কারিমের চেয়ে বেশি মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে। বরং ঈসা মাসিহ ও তার সম্মানিত মাতা এবং তার পরিবারের প্রতি প্রদর্শিত সম্মান ও মর্যাদা নিঃসন্দেহে বর্তমান তাওরাত-ইঞ্জিলে বিবৃত সম্মান ও মর্যাদার চেয়ে শ্রেষ্ঠ।'

কুরআনুল কারিম এই মর্যাদাদানের পাশাপাশি হজরত ঈসা মাসিহ ও তার সম্মানিত মাতাকে ঘিরে যে মিথ্যাচার, অন্যায় সংলাপ এবং ভুলের ছড়াছড়ি স্বয়ং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, সেগুলোকে কুরআনুল কারিম যথার্থভাবে সংশোধন করেছে।

এই গ্রন্থে মূল মানদণ্ড

ঈসা ও তার মাতা মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম সম্পর্কে কুরআনুল কারিম যা কিছু বর্ণনা করেছে, সেগুলো ঐ সকল কুরআনিক মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার সম্পর্ক কেবল স্রষ্টা ও সৃষ্টির সঙ্গে। এবং যেই মানদণ্ড মানুষের সৃষ্টিগত 'ফিতরতে সালিমা' ও 'উকুল মুস্তাকিমা' বা মানুষের স্বভাবজাত বৃত্তি ও মেধার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং মানানসই সকল বাস্তবতাই উদ্ঘাটন করতে পারে।

অতএব স্রষ্টার পরিমাপের মানদণ্ড হচ্ছে যে, তিনি ওয়াজিবুল উজুদ বা চির অস্তিত্ববান সত্তা। তিনি কোনো সৃষ্টি নন। কারো উদ্ভাবিত কোনো আবিষ্কারও নন। তিনি জন্ম নেন না। কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী তিনি হন না। তিনি পানাহার করেন না। তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার প্রয়োজন হয় না। অন্যদিকে, সৃষ্টি হলো, যাকে আল্লাহ তাআলা অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে রূপ দিয়েছেন। তার জন্য সূক্ষ্ম নিয়মকানুন ও ব্যবস্থাপনা সাজিয়েছেন। তার জন্ম হয় এবং সে অন্যের মুখাপেক্ষী ক্ষণস্থায়ী এক সত্তা।

এজন্য আমরা কুরআনুল কারিমের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো যে, কুরআন এসকল ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ডের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছে। হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত তার সৃষ্টিপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছে। ফলে দেখা যায়, হজরত ঈসার সৃষ্টির সূচনাপর্বের আলোচনা করেছে ইমরানের স্ত্রীর মানতকালীন বক্তব্যের মধ্য দিয়ে। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে—

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.

আর যখন ইমরানের স্ত্রী তার রবকে ডেকে বললো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার পেটের সন্তান তোমার জন্য মুক্ত করে দেওয়ার মানত করছি। অতএব আমার পক্ষ থেকে আপনি তাকে কবুল করে নিন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। [সুরা : আল ইমরান, আয়াত : ৩৫]

তো এই আয়াত প্রমাণ করছে যে, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম হলেন তার মাতা হজরত মারইয়ামের নবজাতক এবং তার গর্ভে সৃষ্ট সন্তান। আর তার সম্মানিত মাতা হজরত মারইয়াম ছিলেন তার মা তথা ইমরানের স্ত্রীর ঔরসজাত কন্যাসন্তান। এ সকল বিষয় দ্বারা একথা প্রতিভাত হয়ে যায় যে,

ঈসা আলাইহিস সালাম সৃষ্টির দিক থেকে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নন। তবে দুটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা তাকে ব্যতিক্রমী করে বানিয়েছেন।

ক. আল্লাহ তাআলা তাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তিনি আল্লাহ তাআলার ফুৎকারে সৃষ্টি লাভ করেছেন।

দুই. তিনি হলেন আল্লাহর রাসুল ও তাঁর কালিমা বা নিদর্শন। আল্লাহ তাআলা তাকে বিশাল জাগতিক মুজিজা বা অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে সম্মানিত করেছেন, যাতে করে তিনি এবং তার মুহতারামা মাতা বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন হতে পারেন।

সুতরাং পূর্বে উল্লিখিত আয়াতের প্রতিটি শব্দ একথার প্রমাণ করে যে, হজরত মারইয়াম আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি ও মুখাপেক্ষী এক বান্দা। তার মা তার জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য আল্লাহ তাআলার কাছে অভিশপ্ত শয়তানের অনিষ্ট থেকে পানাহ চেয়েছেন। এরপর হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম কর্তৃক হজরত মারইয়ামের লালনপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ এবং আল্লাহ প্রদত্ত তার জন্য রিজিক ও সম্মানদান ইত্যাদি যতগুলো বিষয় আছে, সবগুলো একথা বোঝানোর জন্যই যে, হজরত মারইয়াম একটি সৃষ্টি, তিনি কোনো উপাস্য নন। সুতরাং এদিক থেকে নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তার মা মারইয়াম আলাইহাস সালাম কোনো উপাস্য নন। ফলে তার সন্তান হজরত ঈসাও যে কোনো উপাস্য নন, একথা ব্যক্ত করার জন্য কুরআনুল কারিম অকাট্য ও যৌক্তিক অনেক দলিল উপস্থাপন করেছে।

আর এখানে কুরআনুল কারিম গুরুত্বের সঙ্গে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের আলোচনা উল্লেখ করেছে এভাবে যে, তিনি মারইয়ামের পুত্র। অর্থাৎ তিনি একজন মানবসন্তান। তার কোনো অস্তিত্ব ইতোপূর্বে ছিল না। তিনি সৃষ্টি। কোনো অর্থেই তিনি স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং ইলাহ নন। আর এখানে কুরআনুল কারিম দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেছে এভাবে যে, হজরত ঈসার অস্তিত্বের আবির্ভাব হয়েছে ফেরেশতা কর্তৃক হজরত মারইয়ামকে সুসংবাদ প্রদানের মাধ্যমে। কুরআন বলছে—

إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ .

যখন ফেরেশতা বললো, হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাকে তাঁর পক্ষ থেকে একটি কালিমার সুসংবাদ দিচ্ছেন। যার নাম হবে ঈসা ইবনে মারইয়াম। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৪৫]

অতএব, যিনি স্রষ্টা তিনি হবেন ওয়াজিবুল উজুদ গুণের অধিকারী, আজালি বা অনাদী, তাঁর পূর্বে কোনো কিছু ছিল না। অথচ এখানে সেই গুণ হজরত ঈসার মধ্যে অবিদ্যমান।

'হজরত ঈসার কোনো পিতা নেই!' যদি এ ব্যাপারে কোনো আশ্চর্য কিংবা বিস্ময়বোধ হৃদয়ের জানালায় ঘোরপাক খায়, তাহলে তা খণ্ডনের জন্য আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন যে, এটি আল্লাহ তাআলার অপার শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাঁর হুকুম 'হয়ে যাও' এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর জিনিস সৃষ্টি করতে সক্ষম। কারণ, তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টির ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন শুধু তার জন্য বলেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়।

অতএব, হজরত ঈসার পিতৃহীন জন্মলাভ এবং আল্লাহ তাআলার কালিমা হওয়ার কারণে এ কথা কোনোভাবেই বলা যাবে না যে, তিনি একজন ইলাহ বা উপাস্য। কারণ, পিতৃহীন জন্মলাভ করার কারণে তিনি সৃষ্টির বাইরের কোনো জিনিস নন। এমনিভাবে তিনি আল্লাহর কালিমা বা তাঁর পক্ষ থেকে আদিষ্ট বিষয় হওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা তাকে জন্মদানের চিরাচরিত অভ্যাস (যেমন পুরুষের বীর্য এবং নারীর ডিম্বর যৌথমিশ্রণে নুতফা থেকে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্পন্নকরণ) ও রীতিনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে তাকে তাঁর কালিমা বা কথার মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাঁর সৃষ্টির বিষয়টি হজরত আদমের সৃষ্টির মতোই। যাকে আল্লাহ তাআলা বাবা-মা ছাড়াই শুধু মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে বলেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

আল্লাহ তাআলার কাছে ঈসার (সৃষ্টির) দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমের দৃষ্টান্তের অনুরূপ, যাকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তাকে বলেছেন, হয়ে যাও, ফলে তা হয়ে যায়। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৫৯]

আল্লাহ তাআলা অনস্তিত্ব থেকে যেকোনো বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম। অতএব, পিতাহীন কোনো মানুষকে সৃষ্টি করা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ একটি সহজতর বিষয়। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ.

আর তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন। অতঃপর তাকে আবার পুনর্সৃষ্টি করেন। এটি তার জন্য অত্যন্ত সহজ একটি ব্যাপার। [সুরা : রুম, আয়াত : ২৭]

তাছাড়া হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম তো তার মাতৃগর্ভে ভ্রূণ ছিলেন, তারপর কোলের শিশু থেকে যুবক ও বয়স্ক ব্যক্তিত্বে পর্যায়ক্রমের ধাপগুলো অতিক্রম করেছেন। তিনি ইহুদি ও অন্যান্যদের দ্বারা দুঃখকষ্টের শিকার হয়েছেন। একজন সাধারণ মানুষের মতোই এই বসুন্ধরায় জীবনের ঘাটে ঘাটে নানা ঘটনার মাঝে আবর্তিত হয়েছেন। সেগুলো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সময়ের পরিবর্তনে তার অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং শৈশব থেকে পৌঢ়ত্বে এবং এক অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থার মাঝে বিবর্তন, এসব কিছুই যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষভাবে সুনিশ্চিতরূপে একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তিনি একজন মাখলুক বা সৃষ্ট বান্দা। তার ওপর সৃষ্টির মানদণ্ড সমানভাবে প্রযুক্ত হয়েছে। তিনি কোনো ইলাহ বা উপাস্য নন, যেমনটি খ্রিষ্টসমাজ দাবি করেন।

অতএব পূর্বের সকল আলোচনার ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, খ্রিষ্টানদের দাবি—হজরত ঈসা একজন ইলাহ। তিনি ইলাহের সন্তান। ত্রিসত্তার একজন। এটি যুক্তি ও বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধী একটি দাবি। আর তারা তো হজরত ঈসার গর্ভলাভ, শৈশব ও শাস্তির সম্মুখীন হওয়া সবকিছুই স্বীকার করেন। বরং তারা এ-ও স্বীকার করেন যে, তাকে শূলিতে চড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। যদিও তা কুরআন সম্পূর্ণরূপে বাতিল বলে সাব্যস্ত করেছে। এত কিছুর পরও হজরত ঈসা কীভাবে একজন ইলাহ হতে পারেন?

একত্ববাদে বিশ্বাসী খ্রিষ্টানগণ ব্যতীত অধিকাংশ খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস হচ্ছে যে, ইলাহ একজন। তবে তিনি ত্রিসত্তার অধিকারী। প্রথমত, বাবা, যিনি সবকিছুর সৃষ্টিকারী এবং সবকিছুর মালিক। দ্বিতীয়ত, তাঁর থেকে জন্মগ্রহণকারী সন্তানের সত্তা, যা জওহার বা হাকিকতের ক্ষেত্রে তাঁর বরাবর। আর তৃতীয় সত্তা হচ্ছে 'রুহুল কুদস' বা পবিত্রাত্মার সত্তা। তো এই

সত্তা হাকিকত, ইরাদা এবং মাশিয়াতের ক্ষেত্রে এক ও অভিন্ন। কিন্তু তাদের জাত বা সত্তা এক নয়। বরং তারা পৃথক পৃথক ব্যক্তি ও ত্রিসত্তা। তাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ইলাহ। সুতরাং মাসিহ হচ্ছেন মানবরূপধারী ইলাহ। আর এই বিষয়টিতে এসে সবচেয়ে বড় এবং অন্তহীন তালগোল পাকিয়ে যায়।

তাদের এই অসার দাবি অনেক চিন্তাবিদ আলিম রদ করে বলেছেন, তাদের (খ্রিষ্টানদের) মাঝে এই চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের প্রবেশ ঘটেছে রোমান সভ্যতা থেকে। আর গ্রহণযোগ্য ইঞ্জিলের ভার্সনগুলো নিশ্চিতভাবেই ত্রিত্ববাদের এই অমূলক দাবির কোনো প্রামাণ্যতা তুলে ধরে না। তার দলিল হলো, এ সকল ইঞ্জিলে এমন কিছু নুসুস বা বক্তব্য আছে, যা প্রমাণ করে যে, হজরত ঈসা যখন কোনো মুজিজা দেখাতেন কিংবা বিস্ময়কর কোনো কাজ করার ইচ্ছে পোষণ করতেন, প্রথমে তিনি আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে নামাজ ও দুআর মাধ্যমে অভিনিবেশ করতেন। আর যখন সেই কাজটি সম্পন্ন করতেন, কৃতজ্ঞতায় তিনি তখন আল্লাহ তাআলার দিকে মনোনিবেশ করতেন।

মার্কের পুস্তকের, অধ্যায়: ২, অনুচ্ছেদ: ২৮-এ বিবৃত হয়েছে, 'যিশুখ্রিষ্ট হলেন একজন মানুষ এবং মানুষের সন্তান।' লুকের পুস্তকের অধ্যায়: ২, অনুচ্ছেদ: ৫২-এ বর্ণিত হয়েছে যে, 'তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠেছেন।' এমনিভাবে লুকের পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ের ৩৪ ও ৩৫তম অনুচ্ছেদ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ১২তম অনুচ্ছেদ এবং মার্কের পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৫তম অনুচ্ছেদে এসেছে যে, 'তিনি স্বাভাবিক মানুষের মতোই খাবার গ্রহণ করতেন। নামাজ পড়তেন। দিবারাত্র আল্লাহ তাআলার কাছে কান্নাকাটি ও প্রার্থনায় রত থাকতেন।' লুকের পুস্তকের অধ্যায় : ৪, অনুচ্ছেদ : ৪২ ও ৪৩-এ বর্ণিত হয়েছে যে, 'তাকে বনি ইসরাইলের কাছে একজন নবি ও রাসুল এবং শিক্ষক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে।'

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ক্যালায়েড ট্রারেঞ্জ বলেন, 'নিশ্চয়ই ঈসা মাসিহ নিজের জন্য যে নামটি প্রয়োগ করেছেন, তা হলো তিনি মানবপুত্র। তার সম্পর্কে ইঞ্জিলে বর্ণিত সকল রেওয়াতের সারকথা হচ্ছে, 'তিনি একজন সাধারণ মানুষের মতোই জীবন কাটিয়েছেন। মানুষের সকল গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান ছিল। তিনি বেড়ে উঠেছেন এবং তার দৈহিক প্রবৃদ্ধিও ঘটেছে। তিনি দৈহিক বেদনা অনুভব করেছেন। তার হাসিকান্না,

আহার-নিদ্রা সবই ছিল। এ সকল যাবতীয় তথ্য এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, যিশু খ্রিষ্ট একজন মানুষ ছিলেন।'[২]

আর এদিকে ওল্ড টেস্টামেন্ট তথা তাওরাতের সকল পুস্তকও সুস্পষ্টরূপে এটিই প্রমাণ করে যে, 'নবিগণ কোনো প্রভু নন। তারা আল্লাহ তাআলার কুদরত ব্যতীত কোনো মুজিজা দেখাতে সক্ষম নন।'[৩]

তাছাড়া যেসকল আয়াত হজরত মারইয়াম আলাইহাস সালাম এবং তার পুত্র ঈসা মাসিহের ব্যাপারে আলোচনা করেছে, সেগুলো থেকেও এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, মুজিজার মানদণ্ড হচ্ছে আল্লাহ তাআলার কুদরতের দ্বারা সাধারণ নিয়ম ও কার্যকারণের ঊর্ধ্বে গিয়ে ঘটিত বিষয়আশয়। তেমনিভাবে এখানে এ-ও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ঐশী বাণীর মানদণ্ডও সেটিই, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের প্রবৃত্তির দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয় না।

অতএব, মুসলমান এবং হজরত ঈসা মাসিহের অনুসারী খ্রিষ্টানদের মাঝে প্রবল বিরোধ থাকা সত্ত্বেও, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অধিকাংশের থেকে যেই কষ্ট ও ফাসাদ এবং সন্দেহ সৃষ্টির প্রবণতার শিকার হয়েছিলেন, তথাপি কুরআনুল কারিম হজরত ঈসা ও তার সম্মানিত মাতা এবং মাতামহের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়গুলো আলোচনা করেছে। তিনি ও তার মাতাকে মহান সব গুণে ভূষিত করে তাদের বিবরণ দিয়েছে। সুতরাং এটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, নিশ্চয় কুরআনুল কারিম বিশ্বজগতের প্রতিপালক প্রশংসিত মহাপ্রজ্ঞাবান সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ। এটি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৌখিক কোনো বাণী নয়। অন্যথায় একজন মানুষ হিসেবে তাঁর বিভিন্ন আবেগ ও প্রতিক্রিয়ার প্রভাব তাঁর কথাবার্তায় পরিলক্ষিত হতো।

মোদ্দাকথা কথা হচ্ছে, ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি রচিত এই গ্রন্থটি (ঈসা আলাইহিস সালাম, একটি সত্য ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবতা) একটি বিশাল ও তাৎপর্যপূর্ণ গ্রন্থ। এতে সত্যিকার অর্থেই হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ও

---

[২] *হাজিহি আকিদাতুনা, ক্যালায়েড ট্রেঞ্জ,* পৃষ্ঠা: ৮৩; আহমাদ আলি আজিবা রচিত তাআসসুরুল মাসিহিয়্যাতি বিল আদইয়ানিল ওয়াসনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ৩৫০ এর সূত্রে। প্রথম মুদ্রণ, দারুল আফাকিল আরাবিয়্যাহ, কায়রো, ২০০৬।

[৩] দেখুন, *ইজকিয়েল* (Book of Ezekiel), অধ্যায়: ৩৭, অনুচ্ছেদ: ১০,১১; রাজাবলি প্রথম, অধ্যায়: ১৭, অনুচ্ছেদ: ২১,২২; *আল-মাসিহিয়্যাতু ফিল ইসলাম,* ইবরাহিম লুকা, পৃষ্ঠা: ১২৯, প্রথম মুদ্রণ, দারুন নাশরিল কিবতিয়্যাহ, কায়রো।

তার সম্মানিত মহিয়সী মাতা হজরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের যথার্থ ও বাস্তব অবস্থাকে মহান আল্লাহ তাআলার কিতাব কুরআনুল কারিমের আলোকে স্বচ্ছ ঝরনা-প্রবাহের মতো তুলে ধরা হয়েছে। নিশ্চয় কুরআনুল কারিম একটি সার্বজনীন কল্যাণময় গ্রন্থ। কোনো মুসলিম কিংবা খ্রিষ্টান এই গ্রন্থ পড়া এবং তা নিয়ে গভীর অনুধাবনা থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারে না। বরং কুরআন-সুন্নাহ থেকে গৃহীত সূক্ষ্ম মানদণ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারসাম্যপূর্ণ বাস্তবতা সম্পর্কে গবেষণা করতে চায় এমন প্রত্যেক গবেষকের জন্যই এটি অধ্যয়ন করা অপরিহার্য। এটি ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর আপনার সামনে তুলে ধরবে, যেগুলোর ব্যাপারে অধিকাংশ খ্রিষ্টান ৩২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'নিকিয়া'[৪] সম্মেলনের পর থেকে ক্লান্তশ্রান্ত ও হয়রান-পেরেশান হয়ে আছে। যে 'নিকিয়া' সম্মেলনের পর থেকে হজরত ঈসা মাসিহের প্রকৃতি নিয়ে খ্রিষ্টানরা বহু দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। কারণ, গ্রন্থকার (হাফিজাহুল্লাহ) হজরত ঈসা ও তার মাতা এবং তার পরিবার সংশ্লিষ্ট সকল আয়াত অত্যন্ত গভীর ও সচেতনভাবে, নানাবিধ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তির মাধ্যমে সংকলন করেছেন।

এজন্য আমি এই গ্রন্থকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও উন্নততর মানে প্রকাশ করার এবং পৃথিবীর প্রচলিত সকল ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশের জোর আবেদন করছি। যেন পৃথিবীর সকল মানুষ, বিশেষত খ্রিষ্টান সমাজ এই মহান নবি ও তার সাত্ত্বিক পরিবারের ব্যাপারে কুরআনুল কারিমের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা প্রিয় ভাই আল্লামা ডক্টর আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবিকে তার মেহনতপূর্ণ সঠিক ও মৌলিক লক্ষ্যময় প্রচেষ্টার উত্তম প্রতিদান দান করুন। আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা এবং তার এই গ্রন্থের মাধ্যমে সকলকে উপকৃত করুন। এই গ্রন্থকে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য উত্তমভাবে গ্রহণ করুন। আমিন।

ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

---

[৪] এটি ছিল খ্রিষ্টান চার্চের ইতিহাসে প্রথম সম্মেলন। তৎকালীন রোমান সম্রাট কনস্টান্টিন প্রথমের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নিকিয়া ছিল একটি প্রাচীন রোমান শহর। যা বর্তমান তুরস্কের ইজমির শহরে অবস্থিত।—নিরীক্ষক।

বিনীত

(রবের অনুকম্পার মুখাপেক্ষী বান্দা)

—ড. আলি মুহিউদ্দিন আলকুরাহ দাগি

অধ্যাপক ড. আলি কুরাহ দাগি

মহাসচিব, আন্তর্জাতিক মুসলিম উলামা পরিষদ

দোহা, ৭ শাওয়াল ১৪৪০ হিজরি

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর—

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.

হে মুমিনগণ, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং তোমরা মুসলিম (পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে কোনো অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ১০২]

يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের তাকওয়া অবলম্বন করো। যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দুজন থেকে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের কাছে নিজ নিজ হক দাবি করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারেও। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষক। [সুরা আন নিসা, আয়াত : ১]

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا.

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সঠিক কথা বলো; তাহলে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আল-আহজাব, আয়াত : ৭০, ৭১]

হে আল্লাহ, আপনার শোকরিয়া আদায় করছি আপনার মহামহিম সত্তার মর্যাদানুযায়ী এবং আপনার শক্তিমত্তার বিশালতার পরিমাণ অনুযায়ী। সকল প্রশংসা আপনারই, যেন আপনি সন্তুষ্ট হোন। আপনার প্রশংসা আদায় করছি যখন আপনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং আপনার সন্তুষ্টির পরও।

কুদরতের কী আশ্চর্য ব্যাপার যে, ২৯.৪.২০১৫ সালে সেন্ট এজিডো সংস্থার পক্ষ থেতে এক বিশেষ দাওয়াতপত্রে আমি ইতালি সফর করি। সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন আমার প্রিয় দুই ভাই আতিফ বুকরা এবং ওলিদ আল লাফি আল ফারজানি আত তারহুনি। সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল লিবিয়ার বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর মাঝে শান্তি ও সন্ধিচুক্তির সমাধান ও তার উপায় বিষয়ক আলোচনা করা। সংস্থার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ফাদার আঞ্জেলিও রোমানো, স্যার আন্ডরিয়া ট্রারেন্টিনি এবং অনুবাদক হিসেবে ছিলেন ম্যাডাম আঞ্জেলা রিস।

সম্মেলনটি হয়েছিল ভ্যাটিকান সিটির অধীন রোম শহরের কোনো এক গির্জায়। সেখানে ‘ইসলামে শান্তির মর্মকথা’ শীর্ষক আমি একটি আলোকপাত করেছিলাম। প্রথমেই আলোচনার শুরুটা করেছিলাম এভাবে যে, আল্লাহ তাআলার রয়েছে গুণবাচক সুন্দর সুন্দর নাম। তার মধ্যে আল্লাহ তাআলার একটি নাম হলো ‘সালাম’। যার অর্থ হচ্ছে শান্তি বা (শান্তিদাতা)। তাছাড়া আমাদের সালাত বা প্রার্থনার সূচনা হয় ‘আল্লাহু আকবার’ বলে এবং সমাপ্তি হয় ‘সালামের’ মাধ্যমে। আবার জান্নাতের একটি বিশেষ নামও হচ্ছে ‘সালাম’ বা শান্তি।

প্রসঙ্গত, এখানে আলোচনার ধরন ও বিষয়বস্তুর দাবি ছিল, হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম এবং তার কুমারী মহিয়সী মাতা হজরত মারইয়াম আলাইহাস সালামের নিকট শান্তির গুরুত্ব ও মর্যাদা এবং তার অবস্থান নিয়ে সুস্পষ্ট আলোচনা করা। তাই আমার আলোচনা শুরু করলাম নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর মাধ্যমে—

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.

আর আপনি এই কিতাবে মারইয়ামের আলোচনা করুন, যখন তিনি পরিবার থেকে দূরবর্তী কোনো অঞ্চলে পৃথক হয়ে চলে গিয়েছিলেন। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ১৬]

যখন আমি এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম—

يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

হে হারুনের বোন, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিলেন না ব্যভিচারিণী। তখন মারইয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করলো। তারা বললো, এ যে কোলের শিশু, তার সঙ্গে আমরা কেমন করে কথা বলবো? তিনি বললেন, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবি করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে। [সুরা মারইয়াম, আয়াত : ২৮-৩১]

আচমকা দেখলাম অনুবাদক মহিলাটি অঝোরে কাঁদছেন।

কান্নার সেই দৃশ্যপট থেকেই আমার চিন্তাজগতে একটি পরিকল্পনার উদয় হলো এবং আমি বিশ্বাস করি, এটি ছিল একটি আল্লাহ প্রদত্ত ইলহামি চিন্তা, আমরা কেন হজরত ঈসা ও তার মাতার সিরাত বা জীবনচরিত বিষয়ক কুরআনের আয়াতগুলো নির্বাচন করে একটি আধুনিক ধারার গ্রন্থ রচনা করি না, যা আধুনিক যুগের প্রাণ ও মানবতার ভাষার সঙ্গে হবে অত্যন্ত জুতসই। হজরত ঈসা মাসিহের প্রকৃতি ও বাস্তবতা বয়ান করার ক্ষেত্রে কিতাবুল্লাহ হবে যে গ্রন্থের একমাত্র প্রধান নির্ভরতার ঠিকানা। যৌক্তিকভাবে যে গ্রন্থ হবে তার ভিত ও ভিত্তি এবং সম্বোধন-বাক্য দ্বারা আলোচনা উপস্থাপন করবে। যে গ্রন্থ হজরত ঈসা মাসিহের প্রকৃতি ও বাস্তবতা জানতে আগ্রহী প্রত্যেক তৃষ্ণার্ত মানবের বিবেককে লক্ষ্য করে কথা বলবে। বিশ্বের প্রতিটি ভাষায় অনুবাদ করা হবে সেই গ্রন্থের, যাতে তার দ্বারা আল্লাহ তাআলা এমন অসংখ্য জনগোষ্ঠীকে হিদায়েত দান করবেন, আমরা যাদের কল্যাণকামী ইহ ও পরজগতে।

অতএব, আমি যথানিয়মে বিষয়বস্তু সংকলনের কাজ আরম্ভ করলাম। হজরত ঈসা মাসিহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবরকমের গ্রন্থাদি কিনতে লাগলাম। খ্রিষ্টানদের আকিদা-বিশ্বাস ও তাদের শেকড়ের অবস্থান, খ্রিষ্টীয় কাউন্সিলগুলোর ইতিহাসতত্ত্ব, তাদের কিতাবুল মোকাদ্দাসের নিউ টেস্টমেন্ট এবং ওল্ড টেস্টমেন্ট, লুক, মথি এবং জোহন ও মার্ক এবং বার্নাবাস রচিত পুস্তকের পাশাপাশি এসকল বিষয়ে প্রস্তুতকৃত গবেষণাপত্র, যুগ যুগ ধরে তাওহিদবাদী খ্রিষ্টানদের নিপীড়নের শিকার নিয়ে রচিত পুস্তিকাবলি এবং প্রাচীন ও আধুনিক সময়ে মুসলিম ও খ্রিষ্টান আলিমদের মাঝে দীর্ঘতর আলোচনা ও বিতর্কসাপেক্ষ বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়ভাবে পড়াশোনা করতে থাকি।

তাছাড়া বস্তুনিষ্ঠ তাফসিরের আঙ্গিকে কুরআনের আয়াতগুলো নিয়ে গভীর গবেষণায় ডুব দিলাম। মূলত এটি আমার গবেষণাপত্রের কাজ ছিল, যা আমি الوسطية في القرآن الكريم বা ‘কুরআনে মধ্যম পন্থা’ শিরোনামে মাস্টার্সের জন্য প্রস্তুত করছিলাম, আর আমার ডক্টরেট থিসিস ছিল ‘আত তামকিন ফিল কুরআনিল কারিম’ বা ‘পবিত্র কুরআনে ক্ষমতায়ন’ বিষয়ক।

হজরত ঈসা মাসিহ ও তার মাতা এবং তাদের জীবনচরিত, অন্যান্য নবি-রাসুলদের মাঝে তার মর্যাদাগত অবস্থান, তার দাওয়াতি পদ্ধতি এবং এ সকল বিষয়ে বর্ণিত উলামায়ে কিরামের বাণী ও বক্তব্য নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করলাম। আর তখনই এই বরকতময় বিশাল জীবনচরিতের ব্যাপারে আমার জানাশোনার অজ্ঞতার বিস্তৃত পরিধি আমার কাছে একেবারে উন্মোচিত হয়ে গেলো। আমি মনে মনে বলতে থাকি, হায়! আল্লাহ তাআলা যাদেরকে যুগ যুগ ধরে সুপথপ্রাপ্তদের আদর্শ, মানবতা ও গোটা মানবজাতির নেতৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নবি-রাসুল করে পাঠিয়েছেন, বিশেষ করে উলুল আজম মিনার রাসুল বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশীল নবি-রাসুলদের জীবনচরিত জানা এবং তা নিয়ে গবেষণা করার কাজে আমার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দেওয়াটা কি অধিক যুক্তিসঙ্গত নয়?

এই গ্রন্থ হচ্ছে একটি বিশাল ‘সভ্য সুন্দর ও সত্য প্রকল্পের’ সূচনা মাত্র। সেই প্রকল্পটি হলো, চিরসত্য ও সুরক্ষিত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মাধ্যমে নবি-রাসুলদের জীবনচরিত এবং তাদের দাওয়াতি পদ্ধতিগুলোকে মানবপ্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তোলা। বিশুদ্ধ হাদিসে রাসুল এবং প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরামের বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের জীবনচিত্র, তাদের আদব-আখলাক ও দাওয়াতের উসুল বা মূলনীতিগুলোকে আধুনিকতার

ধাঁচে বিবৃত করা, যা আসমানের হিদায়েত থেকে বঞ্চিত নিপীড়িত মানবতা সেই যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল হয়।

মহান আল্লাহ তাআলার শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাকে এই বিষয়গুলোর প্রতি মনোনিবেশ করার তাওফিক দান করেছেন। সকল প্রশংসা এবং কৃতজ্ঞতা তাঁরই সমীপে নিবেদিত, তাঁর কাছেই মিনতি, তিনি যেন আমাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন। আমার আত্মাকে তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কবুল করে নেন। লেখালেখি, মানহাজ বা পদ্ধতি, মুদ্রণ ও প্রকাশনার যাবতীয় কাজে সঠিক রাহনুমায়ি এবং তাওফিক দান করে সাহায্য করেন। মানুষের কাছে এই গ্রন্থকে কবুল করুন। সঠিকপথের সন্ধানী অসংখ্য চিন্তাক্লিষ্ট মানুষের হিদায়েতের উসিলা বানান। এই কিতাবের প্রতিটি বর্ণ ও শব্দ, প্রতিটি বাক্য ও পৃষ্ঠাকে মানবমস্তিষ্ক ও স্বভাবে, মানবহৃদয় ও আত্মার গহিনে পৌঁছুবার ব্যবস্থা করে দেন। শয়তানি মনোবৃত্তি ও প্রবৃত্তির ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত রাস্তাকে আলোকিত করার জন্য 'আলোকবর্তিকা' হিসেবে এই গ্রন্থকে কবুল করুন। আমি এবং যারা এই গ্রন্থ প্রকাশনায় অবদান রেখেছেন, সবাইকে নবি-রাসুল, সিদ্দিকিন, শহিদ ও নেককার বান্দাদের দলভুক্ত হওয়ার উসিলা বানিয়ে দিন।

আমি এই গ্রন্থের নামকরণ করেছি 'আল মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়াম: একটি পূর্ণাঙ্গ সত্য বা বাস্তবতা' নামে। কয়েকটি অধ্যায়ে গ্রন্থের আলোচনাগুলোকে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়ে আমি হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমির ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত নিয়ে আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে ফিলিস্তিনের ইতিহাস, বনি ইসরাইলদের বিভিন্ন কাল ও যুগ, যেমন, বিভিন্ন বিচারকশ্রেণি ও রাজা-বাদশাহদের শাসনকাল, বিভক্তির যুগসহ বিভিন্ন যুগের ইতিহাস, তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনাচার, ফিলিস্তিন ও শামের শহর-নগরে 'গ্রিক সভ্যতা' এবং 'রোমান' রাজ্যের প্রভাব বিষয়ে বিশদ আলোচনা এই অধ্যায়ে স্থান পেয়েছে। তেমনিভাবে হজরত ঈসা মাসিহের আবির্ভাবকালে ইহুদিদের বিভিন্ন শ্রেণিগোত্র ও দল-উপদল; যেমন, সামেরিন, সাদুকিন, ফারিসিয়িন, কামরানিয়িন এবং আসিনিয়িনদের আকিদা-বিশ্বাস এবং তাদের চিন্তাধারা নিয়েও আলোচনা করেছি। আলোচনা করেছি 'হায়কল' বা গির্জা এবং ধর্মীয় পণ্ডিতদের নিয়েও। এই গ্রন্থে কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ যেমন, নাসারা এবং মাসিহিয়ার

মর্মার্থ এবং কেন হজরত ঈসা আলাইহিস সালামকে মাসিহ উপাধিতে ভূষিত করা হলো? এবং মাসিহি ও নাসরানিদের মাঝে পার্থক্য কী? ইত্যাদি শব্দের অর্থ নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম রেখেছি 'হাদিসুল কুরআন আন ঈসা আলাইহিস সালাম' বা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কুরআনের আলোচনা বা বক্তব্য। এ অধ্যায়ে আমি ঐ সকল বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি, যেগুলোতে হজরত ঈসা এবং তার মায়ের বিষয় নিয়ে কুরআনুল কারিমে উল্লেখ করা হয়েছে। হজরত ঈসা মাসিহের নানি এবং ইমরান পরিবার সম্পর্কে কুরআনের আলোচনাগুলোর অনুসন্ধান চালিয়েছি। সুরা 'আল ইমরানে' তাদের আলোচনা কেন উল্লেখ করা হলো এবং 'আল ইমরান' কারা, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা গোটা জগতবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন? তা-ও বর্ণনা করেছি।

আর হজরত মারইয়ামের জন্মপ্রসঙ্গের আলোচনা আমি কুরআনিক দৃষ্টিকোণ থেকে করেছি। মারইয়াম শব্দের অর্থ যে, ইবাদতগুজার, বিনয়ী এবং মহান রবের সেবিকা, আমি তা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি। আল্লাহ তাআলার কাছে ইমরানের স্ত্রীর মুনাজাতের বিষয়টিও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তুলেছি। কীভাবে তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর সুন্দর সুন্দর নাম—রব, সামিআ এবং আলিম ধরে ধরে বিগলিত হৃদয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করেছেন এবং কেমন করে আল্লাহ তাআলাও তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার দুআ কবুল করেছেন। কীভাবে আল্লাহ তাআলা তার পিতাকে দেখভাল করেছেন। কীভাবে আল্লাহ তাআলা হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামকে মারইয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন—সবকিছুর বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেছি।

এমনিভাবে হজরত মারইয়ামের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত অগণিত নেয়ামতপ্রাপ্তির কারামতের কথার দিকে আমি ইঙ্গিত দিয়েছি। হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালাম বয়োবৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর কাছে তার মিনতির কথা—তিনি যেন তাকে একজন নেককার উত্তরসূরি দান করেন। এবং আল্লাহ তাআলা তার দুআ কবুল করার কথাগুলোও তুলে ধরেছি।

হজরত জাকারিয়া আলাইহিস সালামের নির্জনে আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করা এবং দুআর অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা উপস্থাপন করা এবং আল্লাহ কর্তৃক তাকে মেহরাবে থাকাবস্থায় দুআ কবুলের সুসংবাদ দান করা, কুরআনে বর্ণিত হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের নানা গুণাবলির কথা আমি সবিস্তারে বর্ণনা করেছি। হজরত মারইয়ামের জীবনী আলোচনায় হজরত ইয়াহইয়া বিন জাকারিয়ার ঘটনা বর্ণনা করার উপলক্ষ এবং হিকমত স্পষ্টরূপে আলোকপাত করেছি। এবং সেটি হচ্ছে, একজন বয়োবৃদ্ধ পুরুষ এবং একজন বন্ধ্যা নারীর মাধ্যমে হজরত ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের জন্মকাহিনি যখন আল্লাহ তাআলা আলোচনা করলেন এবং স্বভাবতই বিষয়টি স্বাভাবিক প্রকৃতির বিপরীত একটি আশ্চর্য ঘটনা; এর পরই আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে আরো এক বিস্ময়কর এবং চমৎকার ঘটনা, পিতাবিহীন হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মকাহিনি বর্ণনা করেন, যাতে হজরত ইয়াহইয়ার জন্মলাভে এত বেশি আশ্চর্য হওয়ার কোনো কারণ না থাকে। আল্লাহ তাআলার কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা হজরত মারইয়াম আলাইহিস সালামকে গোটা জগতবাসীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা কি তাকে একজন সত্যবাদী, মহিয়সী নারী হিসেবে পাঠিয়েছেন, নাকি তিনি একজন নবি ছিলেন? এ বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি। হজরত মারইয়ামের আনুগত্য, রুকু-সিজদা, ফেরেশতা কর্তৃক তাকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মলাভের সুসংবাদ দান, হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সংক্ষিপ্ত গুণাবলি ও বিবরণ, দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি একজন মর্যাদাবান ও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা হওয়া, দোলনাতেই মানুষের সঙ্গে তার কথোপকথন এবং এই সুসংবাদের পর হজরত মারইয়ামের অবস্থান কী ছিল, এসব কিছুর আলোচনা আমি তুলে ধরেছি।

সুরা মারইয়ামে আলোচিত হজরত মারইয়াম ও জিবরাইল আলাইহিস সালামের কথোপকথনটি বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে উলামায়ে কিরামের বক্তব্যের আলোকে তার ব্যাখ্যা, তার গভীর মর্ম ও মূল্যবোধ, আমাদের শিক্ষা ও করণীয়, সৃষ্টির মাঝে আল্লাহ তাআলার নিরংকুশ ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ, তাদের যাবতীয় বিষয়ের পরিচালনা ইত্যাদি সর্ববিষয়ে আমি সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছি।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম কালিমাতুল্লাহ এবং তার রুহ হওয়ার অর্থ কি? রুহের ব্যাখ্যা ও মর্ম কি? কুরআনুল কারিমে তার ব্যবহৃত অর্থগুলো

কি? এবং আল্লাহ তাআলার বাণী وروحٌ مِنْه এ কথার ব্যাখ্যা কি? তার আলোচনাও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

কুরআনুল কারিমের আয়াতের আলোকে হজরত ঈসার জন্মালোচনা এবং সেসময় হজরত মারইয়ামের দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণা—যার তীব্রতায় তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কামনা করেছিলেন এবং এই পরীক্ষার সঙ্গে আল্লাহপ্রদত্ত শ্রেষ্ঠ দান, অনুকম্পা ও বরকতের যে চিত্র পরিস্ফুট হয়, তার বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছি।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের দোলনায় কথা বলা এবং তার মায়ের দিকে ছুড়ে দেওয়া অপবাদগুলো থেকে তার মায়ের নির্দোষিতার কথা বলে তাকে রক্ষা করার বিষয়টি কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলোর আলোকে আলোচনা করেছি—

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا.

তিনি বললেন, ‘আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবি করেছেন। আমি যেখানেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন, তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে। আর আমাকে আমার মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে করেননি উদ্ধত কিংবা হতভাগা। আমার প্রতি শান্তি (বর্ষণ করেছেন) যেদিন আমি জন্ম লাভ করেছি, যেদিন আমার মৃত্যু হবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হবো। [সুরা : মারইয়াম, আয়াত : ৩০-৩৩]

যে সকল আয়াত হজরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আলাইহিমাস সালামের হাকিকত বর্ণনা করেছে, সেগুলোর গভীর মর্মার্থের ওপর আলোকপাত করেছি। প্রখ্যাত সাহাবি হজরত জাফর ইবনে আবি তালিব রাদিআল্লাহু আনহু কর্তৃক হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহর সামনে সুরা মারইয়ামের আয়াতগুলো পাঠ করার সময় বাদশাহ নাজ্জাশির অবস্থান ও অনুভূতির কথাও বর্ণনা করেছি। মানবতার ইতিহাসে হজরত মারইয়াম আলাইহাস

সালামের বিশাল অবদান এবং তিনি যে আপন রবের সঙ্গে, নিজের আত্মা ও ধর্মের সঙ্গে সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠতার ক্ষেত্রে, সচ্চরিত্র ও পূত-পবিত্রতার অঙ্গনে, ইবাদত-মোহাসাবা ও ধৈর্য অবলম্বনের ক্ষেত্রে, আল্লাহ তাআলার কাছে রোনাজারি ও ভরসা এবং আশ্রয়ের প্রাঙ্গণে এক বিশাল পাঠশালা ও নিকেতন ছিলেন, তা সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

বনি ইসরাইলের কাছে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের বার্তা এবং তিনি যে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল এবং তাওহিদের পথে আহ্বানকারী একজন মানবদূত হিসেবে তার ওপর ঈমান আনা অপরিহার্য—এ বিষয়ে বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কুরআনুল কারিম কীভাবে এ সকল তত্ত্ব ও বাস্তবতা ফুটিয়ে তুলেছে এবং অত্যন্ত চমৎকারভাবে অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলিল ও যৌক্তিতার সঙ্গে তার বর্ণনা প্রদান করেছে, নিচের এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমি তা তুলে ধরেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে ঈসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টান্ত হলো আদম আলাইহিস সালাম। তিনি তাকে কাদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে বলেছে, হয়ে যাও, আর তিনি হয়ে যান। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৫৯]

অন্য আয়াতে বলেন—

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ.

কোনো ব্যক্তির জন্য সঙ্গত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবুওয়ত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন, 'আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা আমার দাস হয়ে যাও'। বরং তিনি বলবেন, 'তোমরা রাব্বানি হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করো। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৭৯]

অন্য আয়াতে বলেন—

يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا.

হে কিতাবিগণ, স্বীয় দ্বীনের মধ্যে তোমরা বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ব্যতীত কিছু বলো না। মারইয়াম-তনয় ঈসা মাসিহ কেবল আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর পক্ষ থেকে রুহ। কাজেই তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর ঈমান আনো এবং (কখনোই) বলো না 'তিন'। নিবৃত্ত হও, এটিই তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবে।

আল্লাহ তো এক ইলাহ, তিনি সন্তানাদি থেকে পবিত্র। আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই আল্লাহর আর অভিভাবক হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। মাসিহ আল্লাহর বান্দা হওয়াকে কখনো হেয় মনে করেন না। এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও (তেমন মনে) করেন না। আর কেউ তাঁর ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করলে এবং অহঙ্কার করলে, তিনি অচিরেই তাদের সবাইকে তাঁর কাছে জড়ো করবেন। [সুরা : নিসা, আয়াত : ১৭১, ১৭২]

কুরআনুল কারিমের আরেক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. أَفَلَا يَتُوبُونَ

إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انْظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قُلْ يَاأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ.

যারা বলে, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তো মারইয়াম-তনয় মাসিহ’, অবশ্যই তারা কুফরি করেছে। অথচ মাসিহ বলেছিলেন, ‘হে বনি ইসরাইল, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো। নিশ্চয় যে আল্লাহর সঙ্গে শরিক করবে, আল্লাহ তার জন্য অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস হবে জাহান্নাম। আর জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই। তারা অবশ্যই কুফরি করেছে, যারা বলে, ‘আল্লাহ তো তিনের মধ্যে তৃতীয়, অথচ এক ইলাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আর তারা যা বলে, তার থেকে বিরত না হলে তাদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তাদের উপর অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আপতিত হবে। তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মারইয়াম-তনয় মাসিহ কেবলই একজন রাসুল। তার আগে বহু রাসুল গত হয়েছেন এবং তার মা অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। তারা দুজনই পানাহার করতেন। দেখুন, আমি তাদের জন্য আয়াতগুলো কেমন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি; তার পরও দেখুন, তারা কীভাবে সত্যবিমুখ হয়। বলুন, ‘তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করো, যার কোনো ক্ষমতা নেই, তোমাদের ক্ষতি বা উপকার করার? আর আল্লাহ তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। বলুন, ‘হে কিতাবিরা, তোমরা তোমাদের দ্বীনে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না। আর যে সম্প্রদায় ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। [সুরা মায়িদা,আয়াত : ৭২-৭৭]

ভিন্ন এক জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন—

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ

الْعَظِيمُ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

আল্লাহ বলবেন, আজ সেইদিন, যেদিন সত্যবাদীগণ তাদের সত্যের জন্য উপকৃত হবে, তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট; এটি মহা সফলতা। আসমান ও জমিন এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে, তার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৯, ১২০]

এছাড়া আরো অসংখ্য আয়াতে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের হাকিকত, তার দাওয়াত এবং তিনি মানবসন্তান হওয়ার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি।

এই গ্রন্থে অন্যান্য নবি-রাসুলের মাঝে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা ও অবস্থান এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার আদর্শ ও শিক্ষা এবং তিনি যে একজন উলুল আজম রসুল বা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশীল রাসুলদের একজন, তা আলোচনা করেছি। কুরআনুল কারিমে সে সকল দৃঢ় প্রতিজ্ঞাশীল রাসুলের আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.

তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নুহকে, আর যা আমি ওহি প্রেরণ করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ঈসা আলাইহিস সালামকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করো এবং তাতে বিভেদ সৃষ্টি করো না। আপনি মুশরিকদেরকে যার প্রতি ডাকছেন তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী হয়, তাকে তিনি দ্বীনের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। [সুরা শুরা, আয়াত : ১৩]

শরিয়তের যে সকল উসুলের দিকে তিনি আহ্বান করেছেন, এমনিভাবে ঈমান-আখলাক, শিষ্টাচার এবং মর্যাদা ও সম্মানের গুণাবলির বিষয়গুলো এবং রাসুলদের মাঝে তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা সম্পর্কে জোর আলোচনা করেছি, যার সারকথা হচ্ছে, সকল নবি-রাসুলের দ্বীন ছিল একটিই। আর তা হলো 'ইসলাম'। এ বিষয়ের প্রামাণ্যতার জন্য দলিল ও যুক্তি উপস্থাপন করেছি। নুহ আলাইহিস সালাম এবং তারও পূর্বে যে সকল নবি-রাসুল ছিলেন, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম এবং তার পরবর্তী রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে সকল নবি-রাসুল অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের সকলের আলোচনা আমি কুরআনুল কারিমের আয়াত দ্বারা বর্ণনা করেছি। পূর্বের আসমানি গ্রন্থ 'তাওরাতের' সমর্থনে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তিগুলোর দিকে ইশারা করেছি। কুরআনুল কারিমে তাওরাতের গুণাবলি এবং পরবর্তীকালে তাওরাত গ্রন্থ যে বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ইঞ্জিল অবতীর্ণ হওয়ার এবং তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার অবর্তমানে ইঞ্জিল শরিফ যে বিকৃতির শিকার হয়েছে, তার সবকিছুর বিবরণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

বক্ষ্যমাণ বিষয়টিকে ঘিরে বিশিষ্টজনদের প্রস্তুতকৃত গুরুত্বপূর্ণ কিছু গবেষণা ও অনুসন্ধান এবং ইঞ্জিলসমূহের ব্যাপারে এসব গবেষণার ফলাফল তুলে ধরেছি। যেমন :

১. ড. সারা হামেদ মুহাম্মাদ আল-ইবাদির গবেষণামূলক অভিসন্দর্ভ (আত তাহরিফ ওয়াত তানাকুদ ফিল আনাজিলিল আরবাআ বা ইঞ্জিলের চারটি কপির বিকৃতি ও সাংঘর্ষিক আলোচনা)। এটি একটি তত্ত্বমূলক গবেষণা, যা গ্রন্থাকারে রূপ পেয়েছে।

২. ড. আজিয়া আলি ত্বহার তুলনামূলক অভিসন্দর্ভ (মানহাজিয়াতু জামইস সুন্নাহ ও জামইল আনাজিল)। এটিও একটি জ্ঞানমূলক গবেষণা, যা গ্রন্থাকারে রূপ পেয়েছে।

৩. ড. আবদুর রাজ্জাক আবদুল মাজিদের গবেষণা ও পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ (মাসাদিরুন নাসরানিয়াহ), এটিও একটি বিজ্ঞানধর্মী গবেষণা, যা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য এবং হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের সুসংবাদ-দানের বিষয়টিও আলোচনা করেছি এই আয়াতের মাধ্যমে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَابَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিলেন, ‘হে বনি ইসরাইল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসুল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে ‘আহমাদ’ নামে যে রাসুল আসবেন, আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে এলেন, তখন তারা বলতে লাগলো, এ তো স্পষ্ট জাদু। আর সে ব্যক্তির চেয়ে বড় জালিম (আর) কে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করে? অথচ তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা হয়। আর আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে হিদায়েত করেন না। [সুরা সাফ, আয়াত : ৬-৭]

পাশাপাশি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে সকল আহলে কিতাবের প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থসমূহেও তাঁর সুসংবাদের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই সুসংবাদ-দানের ওপর ভিত্তি করে আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাদের কথাও আমি উল্লেখ করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এরপর তৃতীয় অধ্যায়ে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের অলৌকিক ঘটনা, তার সহচরবৃন্দ তথা ‘হাওয়ারিয়্যিনের’ আলোচনা ও তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার ঘটনা আলোচিত হয়েছে। এ অধ্যায়ে মুজিজা ও তার শর্তাবলি এবং মুজিজা ও কারামতের পার্থক্যগুলো বর্ণিত হয়েছে। কুরআনে বর্ণিত হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের মুজিজাগুলো, যেমন, পিতাহীন

জন্মগ্রহণ, 'রুহুল কুদস' বা জিবরাইল আমিনের মাধ্যমে তাকে সমর্থন ও সহযোগিতা, কিতাব ও হিকমা'র শিক্ষাদান, শ্বেত ও অন্ধ রোগীর আরোগ্য দান এবং আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিতকরণ, মাটি থেকে পাখি আকৃতির প্রাণী সৃষ্টি করে তাতে রুহ ফুঁকে দেওয়া, গায়েবের সংবাদ প্রদান এবং এগুলো যে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাত ও দাওয়াত এবং ইবাদত ও আনুগত্যের সমর্থনে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুজিজা সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

অতঃপর কীভাবে হাওয়ারিরা হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তাকে সাহায্য করেছিলেন, কীভাবে আসমান থেকে তাদের নিকট 'মায়িদা' বা খাবারের দস্তরখান অবতীর্ণ হয়েছিল এবং কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গোটা বিশ্বজগতের সকলের সামনে হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রশ্নোত্তর পর্ব যা সুরা মায়িদার ১১৬ থেকে ১১৮ নং আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে, তা আলোচনা করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

আর স্মরণ করুন, আল্লাহ যখন বলবেন, হে মারইয়াম-তনয় ঈসা, আপনি কি লোকদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ করো? তিনি বলবেন, আপনিই মহিমান্বিত। যা বলার অধিকার আমার নেই, তা বলা আমার জন্য শোভনীয় নয়। আমি যদি তা বলতাম, তবে আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরের কথা তো আপনি জানেন, কিন্তু আপনার অন্তরের কথা আমি জানি না। নিশ্চয় আপনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সবচেয়ে ভালো জানেন। আপনি আমাকে যে আদেশ করেছেন, তা ছাড়া তাদেরকে আমি কিছুই বলিনি, এবং তা এই যে,

তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্লাহর ইবাদত করো এবং যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী। কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং সব বিষয়ে সাক্ষী। আপনি যদি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা তো আপনারই বান্দা, আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১১৬-১১৮]

এরপর আমি আলোচনা করেছি, কীভাবে বনি ইসরাইল হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পেতেছিল এবং আল্লাহ তাআলা তাকে সেই ফাঁদ থেকে উদ্ধার করে আসমানে উঠিয়ে নেন এবং হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম শূলবিদ্ধ হয়ে হত্যা না হওয়ার বিষয়টি কুরআনুল কারিমের সুরা নিসা, ১৫৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা কতটা জোর দিয়ে উপস্থাপন করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَـٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.

তারা তাকে হত্যাও করেনি, শূলিতেও চড়ায়নি। বরং তাদের কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৫৭]

এরপর হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের 'সদৃশ ব্যক্তি' হত্যার রাতে যা ঘটেছিল, অতঃপর ঐ রাতে সংঘটিত ক্রমাগত ঘটনাবলি প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও মুফাসসির আল্লামা ইবনে কাসিরের বরাতে আলোকপাত করেছি। যে সকল আয়াত হজরত ঈসা মাসিহের হত্যা ও শূলবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি নাকচ করে হজরত ঈসা-সদৃশ অন্য ব্যক্তির হত্যার বিষয়টি উল্লেখ করেছে, সেগুলো নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করেছি। এক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ উলামায়ে কিরামের রায় ও অভিমতের শরণাপন্ন হয়েছি। তখন আমার কাছে এমন কিছু বাস্তবতা ফুটে উঠেছে, যা আমি এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

হজরত ঈসা-সদৃশ ব্যক্তির হত্যাকে কেন্দ্র করে ঘটিত বিষয়গুলো বর্তমান ইঞ্জিলগ্রন্থগুলোর মাঝে যে বৈপরীত্য ও উৎকণ্ঠার ভাব প্রকাশ করে, তা সবিস্তার তুলে ধরেছি। তবে বর্তমান ইঞ্জিলগ্রন্থগুলোর এক্ষেত্রে সবচেয়ে সঠিক তথ্য প্রদানকারী বলে মনে হয়েছে 'বার্নাবাসের ইঞ্জিল'-এর উক্তিগুলো। তারপর খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসমতে ক্রুশের চিন্তাধারা এবং হজরত

ঈসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক তাদের পাপমোচন বিশ্বাস ও তার মর্ম সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি।

শেষ জামানায় হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কুরআন-সুন্নায় উল্লিখিত দলিলগুলোর বর্ণনা, ঐ সময়ে তিনি কোন শরিয়ার আলোকে শাসন করবেন এবং তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী হবে, তিনি পৃথিবীতে মৃত্যুর আগে কতদিন অবস্থান করবেন? ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনা সমাপ্ত করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

চতুর্থ অধ্যায়ে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের আগমন এবং নবিজির সঙ্গে তাদের মুজাদালা বা বাকবিতণ্ডা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। নবিজির দাওয়াতে তাদের অবস্থান এবং নবিজির কাছে তাদের গমন, সেখানে পৌঁছুবার পর তাদের অবস্থা, তর্ক ও ঝগড়ার জন্য তাদের বৈঠক, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টিকে ঘিরে তাদের বিতর্ক এবং তাদের আলোচনাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত কুরআনের আয়াত, মুবাহালার জন্য তাদের চ্যালেঞ্জ, আবার আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ভয়ে তাদের পিছু হটা, যেহেতু তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা এবং তাঁর নবুওয়তের বিশুদ্ধতার বিষয়টি সুনিশ্চিতভাবে জানতো—এইসব বিষয়ের সুস্পষ্ট বিবরণ তুলে ধরেছি। কেননা, তাদের থেকে বর্ণিত রেওয়াতগুলোই অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নিশ্চিত করছে যে, তারা একথা স্বীকার করতো যে, তিনিই সেই নবি, যার ব্যাপারে তাদের পবিত্র গ্রন্থাবলি সুসংবাদ দান করেছে। পরে তারা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব পেশ করলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সন্ধি প্রস্তাবে সাড়া দেন।

গ্রন্থ সমাপ্তি

পরিশেষে এই গ্রন্থের আলোচনা সমাপ্ত করেছি—‘সকল ধর্মমত স্বীকৃত বিশ্বাস’ তথা ‘আল্লাহর একত্ববাদ’-এর প্রতি দাওয়াতের আলোচনার মাধ্যমে, যার দিকে আল্লাহ তাআলা সকল জাতিগোষ্ঠীকে তাঁর কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ.

আমরা তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করবো না এবং আমাদের কেউ আল্লাহকে ছাড়া অন্যকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। তারপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তোমরা বলো, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিম। [সুরা আল ইমরান, আয়াত : ৬৪]

সকল নবি-রাসুল আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকেই আহ্বান করেছেন। তাদেরকে তাদের মহান স্রষ্টার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। মহাবিশ্ব, জীবন ও মৃত্যু, জান্নাত-জাহান্নাম, ফেরেশতা ও শয়তান এবং মানবপ্রকৃতির হাকিকত ও বাস্তবতা তাদের ওপর অবতীর্ণ ঐশী বাণীর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য তাদের জীবনচরিত, তাদের ইতিহাস ও দাওয়াতের মূলনীতিগুলো কুরআনুল কারিমের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রেখেছেন। তাদের মধ্য থেকে হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম অন্যতম, যার ইতিবৃত্ত কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তার সম্মানিত মহিয়সী মাতা হজরত মারইয়ামের কথা ও তার বিভিন্ন বর্ণনা আমাদের কাছে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের শেষে আমার মনে হয়েছে, মহাগ্রন্থ আল কুরআনের মহা তাৎপর্যপূর্ণ আয়াত ‘আয়াতুল কুরসি’র ব্যাখ্যা করে গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটাবো। এবং দেখাবো কীভাবে আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা আপন সত্তার পরিচয় এই আয়াতের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির কাছে উপস্থাপন করেছেন। কেননা, এই আয়াতের পুরো অংশজুড়ে আছে আল্লাহ তাআলার সত্তা-সংশ্লিষ্ট বিষয়, তাঁর রবুবিয়াত, তাঁর প্রজ্ঞা ও শক্তিমত্তা এবং সুবিশাল কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট বর্ণনা।

স্বভাবতই আমাকে এই গ্রন্থের আলোচনা শেষ করতে হয়েছে কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার পূর্ণতার গুণাবলি এবং তিনি যে এ সকল গুণে এক ও অনন্য, যেমনটি সুরা ইখলাসে বিধৃত হয়েছে, এ আলোচনার মাধ্যমে।

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.

বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ হচ্ছেন ‘সামাদ’ (তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী)। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি। এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। [সুরা ইখলাস, আয়াত : ১-৪]

তো, এই সুরায় আল্লাহ তাআলা নিজের সত্তার পরিচয় দিয়েছেন এভাবে যে—তিনি হচ্ছেন ‘আহাদুন সামাদ’ বা অমুখাপেক্ষী একক সত্তা। এই দুটি গুণই আল্লাহ তাআলার জাত বা সত্তা ‘কামালে মুতলাক’ বা নিরংকুশ পূর্ণতার অধিকারী সত্তা—একথা দিবালোকের মতন ফুটে ওঠে। কেননা ‘সামাদ’ বলা হয় যিনি সবার থেকে অমুখাপেক্ষী এবং সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।

হজরত ঈসা আলাইহিস সালামের প্রকৃত হাকিকত ও বাস্তবতা কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোর বস্তুনিষ্ঠ তাফসিরের আলোকে পরিষ্কার করার চেষ্টার কসুর করিনি কোথাও। সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় আমি একটি যথার্থ বাস্তবতা তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

যাই হোক, আমার এই গ্রন্থনার কাজ ২০ জুমাদাল আখিরা, ১৪৪০ হিজরি মোতাবেক ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সালে, ইস্তাম্বুল শহরে আসরের নামাজের পর ৫:৪০ মিনিটে সমাপ্ত হয়। সর্বাবস্থায় আল্লাহর অনুকম্পা ও অনুগ্রহ ‘শামিলে হাল’ ছিল। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত। আল্লাহ তাআলার কাছে মুনাজাত করি, তিনি যেন আমার এই আমলকে উত্তমরূপে কবুল করেন। পরকালে নবি-সিদ্দিকিন, শহিদ ও সালেহিনের কাতারে শামিল হওয়ার সৌভাগ্য নসিব করেন।

পরিশেষে, বিগলিত হৃদয়ে আমি আমার মহান রবের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর দয়া-অনুগ্রহ ও অনুকম্পার স্বীকারোক্তি করছি। তাঁর কাছে আমার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য থেকে পানাহ চেয়ে তাঁর আশ্রয়ের প্রত্যাশী হয়ে সকাতর নিবেদন করছি। আমার জীবন-মরণ, আমার সকল সঞ্চালন ও নীরবতা তাঁরই সমীপে অর্পণ করছি।

আল্লাহই আমার একমাত্র অনুগ্রহকারী স্রষ্টা। আমার মহান সাহায্যকারী প্রতিপালক। আমার তাওফিকদাতা সুমহান ইলাহ ও প্রভু। তিনি যদি আমাকে আমার মেধা ও নফসের কাছে সঁপে দিয়ে আমার থেকে দূরে সরে যান, তাহলে আমার এ আকল বিকল হয়ে যাবে। আমার এই মেধাশক্তি স্থবির হয়ে যাবে। আমার আঙুলগুলো নিস্তেজ হয়ে যাবে। আমার সকল

আবেগ-অনুভূতি হারিয়ে যাবে। আমার কলমের জবান হারিয়ে যাবে। (আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন)

হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার সন্তুষ্টির পথ দেখান। আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন। হে আল্লাহ, আপনার অপছন্দ ও ক্রোধ থেকে আমার হৃদয় ও চিন্তাধারাকে দূরে সরিয়ে রাখুন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার গুণধারী নাম ও বৈশিষ্ট্যের উসিলায় প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে এবং এই চেষ্টা-পূরণে আমার সকল সহযোগী ভাইদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

হে আল্লাহ, আপনার সন্তুষ্টির জন্যই শুধু এই গ্রন্থকে কবুল করুন। আপনার বান্দাদের জন্য উপকারী বানিয়ে দিন। তার মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা ও বরকত ঢেলে দিন। মানুষের বিশাল কল্যাণের পাথেয় বানান। এই গ্রন্থের সকল পাঠকের কাছে এই নিবেদন যে, তারা যেন তাদের মাকবুল প্রার্থনায় এই অধমকে ভুলে না যান।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

হে আমার রব, আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি এমন সৎকাজ করতে পারি, যা আপনি পছন্দ করেন। আর আপনার অনুগ্রহে আমাকে আপনার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। [সুরা আন নামল, আয়াত : ১৯]

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্যই।

তাঁর রহমত ও মাগফেরাতের আশাবাদী বান্দা

—আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি
আল্লাহ তাআলা আমার বাবা-মা
এবং সকল মুসলমানকে মাফ করে দিন
২০ জুমাদাল উখরা, ১৪৪০ হিজরি
মোতাবেক ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সাল

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট-৫১

এক. ফিলিস্তিনের ইতিহাস	৫২
দুই. বনি ইসরাইলের যুগ	৫৪
১. বিচারকদের যুগ	৫৫
২. রাজাদের যুগ	৫৫
৩. বিভক্তির যুগ : বনি ইসরাইলের শাসনব্যবস্থার পতন	৫৫
তিন. রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা	৫৭
চার. বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন	৬০
১. গ্রিক সভ্যতা	৬১
২. রোমান সাম্রাজ্য	৬৪
পাঁচ. হজরত ঈসার সময় ইহুদি সম্প্রদায়সমূহ	৬৬
১. শমরিয় ইহুদি (Samaritans)	৬৭
২. সাদ্দুকি ইহুদি (Sadducees)	৬৮
৩. ফরিশি ইহুদি (Pharisees)	৬৯
৪. কুমরানিয় ইহুদি (কুমরান উপত্যকার অধিবাসী জনগোষ্ঠী)	৭১
৫. আসিনিয় ইহুদি (কুমরান উপত্যকার গোষ্ঠী)	৭৩
৬. ধর্মমন্দির এবং ধর্মীয় পণ্ডিতগণ	৭৪
ঈসার জন্মকালে উপাসনালয়ের মর্যাদা ও পুরোহিতদের কর্তৃত্ব	৭৪
ছয়. গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষার ব্যাখ্যা	৭৫
২. আল মাসিহিয়া المسيحية:	৭৭

৩. ঈসাকে কেন ‘মাসিহ’ উপাধি দেওয়া হলো? ৭৭
৪. মাসিহিয়া ও নাসরানির মধ্যে পার্থক্য ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনুল কারিমের বর্ণনায় হজরত ঈসা-৮২

কুরআনের যে সকল স্থানে মারইয়ামের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ৮৭
কুরআনের যে সকল স্থানে ঈসাকে উল্লেখ করা হয়েছে ৮৯
এক. কুরআনুল কারিমের বর্ণনায় ঈসার পরিবার ৯২
১. আল ইমরান কারা? তাদেরকে কুরআনে উল্লেখ করার কারণ কী? ৯২
২. প্রথম ইমরান কে? আর দ্বিতীয় ইমরান কে? ৯৩
৩. আল্লাহ তাআলার মনোনীত ইমরানের বংশধর কারা? ৯৪
৪. মারইয়ামের জন্ম ৯৭
৫. ইমরানের স্ত্রীর কন্যাসন্তান প্রসব ১০০
৬. আল্লাহর পক্ষ থেকে মারইয়ামের জন্য উত্তম প্রতিপালনের সুব্যবস্থা ১০৬
৭. জাকারিয়া কর্তৃক মারইয়ামের দায়িত্ব গ্রহণ ১১১
হজরত জাকারিয়া মারইয়াম ইবনে ইমরানের দায়িত্বগ্রহণ করেন দুই কারণে ১১৩
এক. মারইয়ামের সম্মান ও মর্যাদা ১১৩
দুই. জাকারিয়া আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করেন, যেন আল্লাহ তাআলা তাকে নেক সন্তান দান করেন ১১৬
তিন. পুরো দুনিয়াবাসী থেকে মারইয়ামকে মনোনীত করা ১৩৮
চার. ঈসা দোলনাতে থাকা অবস্থায় মানুষের সঙ্গে কথা বলেন ২০৩
১. মারইয়াম তার পুত্রকে নিয়ে স্বগোত্রীয় লোকদের কাছে রওনা হন ২০৩
২. তার পরিবারের দ্বীনি অবিচলতা ও ভাই হারুন ২০৫
৩. সদ্যভূমিষ্ঠ ঈসার প্রতি মারইয়ামের ইঙ্গিত করতে দেখে তার স্বগোত্রীয় লোকদের বিস্ময় প্রকাশ ২০৭
৪. শিশু ঈসার আলোচনায় ঈমানি সূচনা ২০৮
৫. ঈসার জন্মের আলোচনার পর কুরআনের বর্ণনার ধারাবাহিকতা ২১৪
৬. সুরা ‘মারইয়াম’-এর কিছু আয়াত শোনার পর নাজ্জাশির অবস্থা ২২২
৭. মানব-ইতিহাসে মারইয়াম ও তার শ্রেষ্ঠত্ব ২২৫
পাঁচ. ঈসা বনি ইসরাইলের প্রতি প্রেরিত রাসুল ২৩১
১. ঈসাকে আল্লাহর বান্দা ও রাসুল বলে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ ২৩৬
২. ঈসা হলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও পূর্ববর্তী নবিদের সঙ্গে বন্ধন সৃষ্টিকারী এবং তিনি বনি ইসরাইলের সর্বশেষ নবি ২৩৮

ছয়. তাওহিদ (আল্লাহর একত্ববাদ)-এর প্রতি ঈসার দাওয়াত ২৩৯
ঈসার দাওয়াত সংক্রান্ত আয়াত থেকে কিছু বিষয় স্পষ্ট : ২৪১
১. ঈসার মানবত্ব ২৪২
২. আল্লাহ মাসিহও নন এবং তথাকথিত তিন খোদার একজনও নন ২৫৬
৩. বনি ইসরাইলের কাফিরদের উপর দাউদ ও ঈসার লানত ২৬৩
৪. আল্লাহ তাআলা সন্তান ও অংশীদার থেকে পবিত্র ২৬৬
৫. কিয়ামতের দিন ঈসাকে আল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদ ২৭৯
৬. ঈসা ইবনে মারইয়াম আল্লাহর বান্দা, তিনি তাকে অনেক নিয়ামত দান করেছেন। তিনি মানুষকে একত্ববাদ ও আল্লাহ ইবাদতের দিকে আহ্বান করতেন ২৮৫
সাত. নবি ও রাসুলগণের কাফেলায় হজরত ঈসা আলাইহিস সালাম ২৯৭
১. আল্লাহর পক্ষ হতে হজরত ঈসার শিক্ষাসমূহ ৩০১
২. ঈসা 'উলুল আজম' (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসুলগণ)-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ৩০৫
৩. শরিয়তের মূলনীতি ৩০৮
শরিয়তসমূহের মূলনীতিগত সামঞ্জস্যের কিছু দৃষ্টান্ত ৩১০
৪. ঈমানের মূলনীতি ৩১৪
৫. উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার মূলনীতি ৩২৪
প্রথম অসিয়ত : শিরক থেকে নিষেধাজ্ঞা ৩২৫
দ্বিতীয় অসিয়ত : মাতাপিতার প্রতি 'ইহসান' করা ৩২৬
তৃতীয় অসিয়ত : সন্তান হত্যা থেকে নিষেধাজ্ঞা ৩২৮
চতুর্থ অসিয়ত : প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা এবং তার নিকটবর্তীও না হওয়া ৩২৯
পঞ্চম অসিয়ত: অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা থেকে নিষেধাজ্ঞা ৩৩০
ষষ্ঠ অসিয়ত: এতিমের সম্পদ ভক্ষণ নিষিদ্ধকরণ। ৩৩২
সপ্তম অসিয়ত: ন্যায়ভাবে পরিমাপ ও ওজনে পরিপূর্ণ করা ৩৩২
অষ্টম অসিয়ত: ইনসাফ করা এবং সত্য কথা বলা ৩৩৩
নবম অসিয়ত: প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা ৩৩৪
দশম অসিয়ত: সরল-সঠিক পথের অনুসরণ ৩৩৬
৬. রাসুলগণের পরস্পর একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ৩৩৭
আট. ইসলাম আগেকার সকল নবি-রাসুল ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের ধর্ম ৩৪১
১. হজরত নুহ এবং তার পূর্ববর্তী নবিগণ ইসলামের উপরেই ছিলেন ৩৪২
২. হজরত ইবরাহিম ছিলেন হজরত নূহের পরে ইসলামের রিসালত বহনকারীদের একজন ৩৪৩

৩. হজরত ইসমাঈল হজরত ইবরাহিমের সঙ্গে ইসলামের রিসালত বহন করেছেন ৩৪৪
৪. হজরত লুতের দ্বীনও ছিল ইসলাম ৩৪৪
৫. হজরত ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের বংশধর সকলেই মুসলিম ছিলেন ৩৪৫
৬. হজরত ইউসুফ মুসলিম ছিলেন ৩৪৫
৭. হজরত মুসা নিজ কওমকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতেন ৩৪৬
৮. বনি ইসরাইলের নবিগণ সকলেই ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন ৩৪৭
৯. হজরত দাউদ ও সুলায়মান উভয়ে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতেন ৩৪৭
১০. মাসিহ ঈসা ইবনে মারইয়ামও দ্বীনে ইসলামের অনুসরণের দাওয়াত দিতেন ৩৪৯
১১. কুরআনুল কারিম অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত ইসলামের নিরবচ্ছিন্নতা ৩৫০
১২. হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের দিকে আহ্বান করেন ৩৫১
নয়. হজরত ঈসা কর্তৃক তার পূর্ববর্তী কিতাব 'তাওরাত'-এর সত্যায়ন ৩৫৫
১. তাওরাত ৩৫৭
২. কুরআনুল কারিমে বর্ণিত তাওরাতের বৈশিষ্ট্যাবলি ৩৫৮
দশ. ইঞ্জিল ও তার একাধিক সংস্করণ প্রসঙ্গ ৩৮৩
১. মথির পুস্তক ৩৮৯
২.মার্ক-এর পুস্তক ৩৮৯
৩. লুকের পুস্তক ৩৮৯
৪. জোহনের পুস্তক ৩৯০
এগারো. হজরত ঈসা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিতেন ৩৯৮
১. তাওরাত ও ইঞ্জিলে হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণাবলি ৪০১
২. হজরত ঈসা হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছেন ৪০৪
৪. নব উদ্ভাবিত বাতিল বৈরাগ্যবাদ ৪২১

তৃতীয় অধ্যায়

ঈসার মুজিজাসমূহ, হাওয়ারিগণ ও তাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়া-৪২৩

এক. মুজিজার পরিচয় ও শর্তাবলি ৪২৩

১. মুজিজার পরিচয় ৪২৩
২. মুজিজার শর্তাবলি ৪২৪
৩. মুজিজা রিসালতের লক্ষণ ৪২৪
৪. নবিগণের মুজিজার ক্ষেত্রে আল্লাহর নীতি ৪২৫
৫. মুজিজা ও কারামতের মাঝে পার্থক্য ৪২৬
৬. জাদু ও কারামতের মাঝে পার্থক্য ৪২৭
দুই. হজরত ঈসার মুজিজাসমূহ ৪২৮
১. পিতা ছাড়া শুধু মায়ের মাধ্যমে জন্ম লাভ করা ৪৩২
২. রুহুল কুদসের মাধ্যমে তাকে সমর্থন ৪৩২
৩. মায়ের কোলে থাকা অবস্থাতেই অতিসূক্ষ্ম পদ্ধতিতে প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলা ৪৩৩
৪. তাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দান করা ৪৩৩
৫. জন্মান্ধ ও শ্বেতরোগীকে সুস্থ করা ৪৩৩
৬. আল্লাহর ইচ্ছায় মৃতকে জীবিত করা ৪৩৫
৭. মাটি থেকে পাখি তৈরি করা এবং আল্লাহর ইচ্ছায় তাতে রুহ ফুঁকে দেওয়া ৪৩৭
হজরত ঈসা কী সৃষ্টি করতেন? ৪৪০
৮. অদৃশ্যের ব্যাপারে সংবাদ প্রদান ৪৪২
৯. তার হাওয়ারিদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আসমান থেকে খাবারের খাঞ্চা অবতরণ ৪৪৫
তিন. ঈসা, হাওয়ারিগণ ও খাবারের খাঞ্চা ৪৪৬
১. হাওয়ারিগণ ৪৪৬
২. কিয়ামতের দিন হজরত ঈসার উপর আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত নিয়ামতসমূহ এবং খাঞ্চা অবতরণ প্রসঙ্গ ৪৫৬
৩. হাওয়ারিগণ, খাবারের খাঞ্চা এবং হাশরের ময়দানে মহা জিজ্ঞাসাবাদ : ৪৫৯
৪. হজরত ঈসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং আসমানে উঠিয়ে নেওয়া ৪৬৫
পাঁচ. তারা তাকে হত্যাও করেনি, তাকে শূলিতেও চড়ায়নি, বরং তাদের সামনে সাদৃশ্যপূর্ণ করে দেওয়া হয় ৪৭৪
১. ইহুদিদের ধারাবাহিক অপরাধসমূহ ৪৭৬
২. আল্লাহ তাআলা যে কারণে ইহুদিদেরকে অভিসম্পাত করেছেন ৪৭৭
৩. ইহুদিরা ঈসাকে হত্যাও করেনি, শূলিতেও চড়ায়নি ৪৮০
৪. হজরত ঈসাকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার রাতে তার 'সাদৃশ্য ধারণকারী'র সঙ্গে কী ঘটেছিল? ৪৮১
ইহুদিদের ইতিহাস, তাদের উপর আল্লাহর লানত ৪৮২
নাসারারা ঈসার ব্যাপারে তিন দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে ৪৮৫

৫. সে রাতে ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক ঘটনাসমূহ ৪৮৫
৬. ঈসা সদৃশ যুবককে হত্যার বর্ণনা সংবলিত আয়াতের কিছু দিক ৪৮৯
৭. সে রাতের ঘটনার ব্যাপারে ইঞ্জিলের পুস্তকসমূহের বৈপরীত্ব; সেগুলোর মধ্যে যথার্থের কাছাকাছি বার্নাবাসের ইঞ্জিল ৪৯৩
৮. ক্রুশ ও পাপমোচনের বিশ্বাস এবং নাসারাদের আকিদায় তার তাৎপর্য ৪৯৬
ছয়. শেষ জামানায় হজরত ঈসার আগমন ৫১০
১. হজরত ঈসার বৈশিষ্ট্যসমূহ ৫১১
২. কিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে হজরত ঈসার পুনরাগমন প্রসঙ্গ : কুরআনুল কারিম হতে প্রমাণ : আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন— ৫১১
৩. হাদিস থেকে তার আগমনের দলিল ৫১৩
৪. অন্য কোনো নবির পরিবর্তে শুধু ঈসার পুনরাগমনের কারণ ৫১৪
৫. হজরত ঈসা কোন দ্বীনের অনুসরণ করবেন? ৫১৬
৬. নিরাপত্তা ও বরকতের বহিঃপ্রকাশ ৫১৬
৭. পৃথিবীতে পুনরাগমনের পর হজরত ঈসা উল্লেখযোগ্য যে কাজগুলো করবেন ৫১৭
৮. হজরত ঈসা পৃথিবীতে আসার পর চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন ৫২১

চতুর্থ অধ্যায়
নজরানের নাসারাদের সঙ্গে বাদানুবাদ ও মুবাহালা-৫২৪

এক. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের ব্যাপারে নাজরানের নাসারাদের অবস্থান ৫২৪
রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নাজরানের নাসারাদের প্রতিনিধি দল এবং তাদের পক্ষ থেকে নবিজির নবুওয়তের স্বীকৃতি ৫২৫
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ ৫২৭
দুই. নাজরানের প্রতিনিধি দলের অবস্থা ৫৩১
তিন. তাদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ক বিতর্ক মজলিস ৫৩২
১. আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুলকে আহলে কিতাবদের সঙ্গে বিতর্ক করার নির্দেশ দেন ৫৩২
২. বিতর্কসভায় বিভিন্ন দল-উপদলের উপস্থিতি ৫৩৪
চার. আলোচনার বিষয়বস্তু ৫৩৬
১. পিতা ছাড়া জন্ম লাভ করার কারণে ঈসাকে ইলাহ দাবি করা ৫৩৬
২. ঈসার মুজিজার কারণে নাসারাদের প্রভুত্বের দাবি ৫৩৮

৩. মাসিহ আল্লাহর কালিমা ও রুহ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের ব্যাখ্যা ৫৪০
৪. উল্লিখিত বিতর্কে কুরআনের বক্তব্য ৫৪৪
পাঁচ. মুবাহালার মাধ্যমে বিতর্কের অবসান ৫৪৭
১. যে কারণে তারা মুবাহালায় এগিয়ে আসেনি ৫৪৯
২. নাজরানের প্রতিনিধি দলের সন্ধি প্রস্তাব ৫৫০
৩. আল্লাহর উপর ঈমানের দাওয়াত ৫৫১
ছয়. সকল নবি আল্লাহ তাআলার একত্ববাদের দিকে দাওয়াত দিয়েছেন ৫৫২
কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যা ৫৫৩
সাত. আল্লাহ তাআলার জন্য পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রমাণিত করা ৫৬১

উপসংহার ৫৬৫

পরিশিষ্ট ৫৮৫
প্রথম প্রশ্ন ৫৮৬
দ্বিতীয় প্রশ্ন ৫৮৮
আরেকটি প্রশ্ন ছিল ঈসা আলাইহিস সালামের ওপরে কি ওহি অবতীর্ণ হবে? ৫৯৯
ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর অবতীর্ণ ওহি কি ইলহামি নাকি হাকিকি? ৬০১
ঈসা আলাইহিস সালাম কি ইমাম মাহদির মুক্তাদি হবেন? ৬০২
ঈসা আলাইহিস সালাম কি আগমনের পর বিবাহ করবেন? ৬০৪